জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ সমীক্ষণ ৪৩:২০২৪ (পৃ. ১-৯)
Jahangirnagar Bishwavidyalay Bhugol O Paribesh Samikkhan 43:2024 (pp 1-9) *ISSN 1027-8567*
DOI: https://doi.org/10.59185/juvps.v43i02.227

বস্তি অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকা কৌশলঃ রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকা ভিত্তিক সমীক্ষা

খন্দকার নাজমুছ সাকিব[১], বিদ্যুৎ কুমার ঘোষ[২]

[১]স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থী, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর
[২]সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

সারসংক্ষেপ : রংপুর সিটি কর্পোরেশন ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। রংপুর সিটি কর্পোরেশনের ৩৩ টি ওয়ার্ড-এ ৫৭ টি বস্তি রয়েছে, যেখানে মোট ৯৩৯৮ টি পরিবার বসবাস করে। শহরের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী সাধারণত বস্তিতে বসবাস করে। এ গবেষণায় উক্ত সিটি কর্পোরেশনের বসবাসরত বস্তির মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা নিরূপন, জীবন ও জীবিকা নির্বাহের ধরন ও কৌশল সমূহের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ গবেষণাটি একাধিক পদ্ধতির (Multiple Method) প্রক্রিয়া অবলম্বনে সম্পন্ন করা হয়েছে, যেখানে প্রাথমিক উপাত্তের আধিক্য রয়েছে। গবেষণার ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, বস্তিগুলোতে যে মানুষেরা বাস করে তারা অধিকাংশ অশিক্ষিত। তাদের মধ্যে অনেকেই কখনোই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা অর্জন করতে পারেনি। বস্তিতে বসবাসরত জনগোষ্ঠীরা তাদের পরিবারের সদস্যদের মৌলিক চাহিদা মেটাতে অনেকাংশে হিমশিম খাচ্ছে। বস্তির অধিকাংশ উপার্জনক্ষম ব্যক্তি দিনমজুর, রিকশা চালানো, ফেরি করা প্রভৃতি কাজের সাথে জড়িত। তাদের উপার্জন অপ্রতুল, যা দিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহ করা কষ্টসাধ্য। এছাড়া, বস্তি এলাকাগুলোতে বিদ্যমান নাগরিক সুবিধা ক্ষীণ, বস্তিবাসীর জীবন যাত্রার মান খুবই নিম্ন এবং মাঝেমধ্যে তারা প্রাপ্য সহযোগিতা ও সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হয়। বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে তাদের মৌলিক চাহিদার মান-সম্মত যোগান নিশ্চিতকরণ, আয়ের সুনিশ্চিত উৎসের ব্যবস্থাকরণ এবং উক্ত জনগোষ্ঠীর কর্মসক্ষমতাকে স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে সম্পৃক্ততার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আশু ব্যবস্থা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন।

মূলশব্দ : বস্তি, পরিবার, নিম্ন আয়, আর্থ-সামাজিক, রংপুর সিটি কর্পোরেশন

ভূমিকা

বাংলাদেশের আয়তন তুলনামূলক ছোট হলেও জনসংখ্যা অধিক। বর্তমান সময়ে গ্রামের অধিকাংশ মানুষ শহরমুখী। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার ক্ষেত্রে নগরায়নের প্রসার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একে একটি দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক- সাংস্কৃতিক অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি হিসেবে দেখা হয় (Islam, 2023)। বাংলাদেশে শহরে বসবাসরত জনসংখ্যার হার মোট জনসংখ্যার ৩৯.৭% (WDA, 2022)। শহরের এই জনসংখ্যা অর্ধেকের সামান্য বেশি (৫২%) বস্তিতে বসবাস করে (The World Bank, 2022)। পক্ষান্তরে, রংপুর শহরে বস্তিতে বসবাসরত মানুষের হার অতি নগন্য (৮.৪৫%) (RpCC, 2023)। বাংলাদেশের মহানগরগুলোতে বসবাসরত বস্তিবাসীরা সাধারণত নিশ্চিত আয়ের প্রত্যাশা, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব সমস্যা, সামাজিক ও পারিবারিক সংঘাত এবং জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ (নদী ভাঙন, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, অতিমাত্রায় বন্যা) প্রভৃতি কারণে শহরমুখী হয়েছে (সুলতানা, ২০২২)। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে দ্রুত নগরায়নের পাশাপাশি অপরিকল্পিত বস্তি টেকসই নগরের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। দেশকে উন্নয়নশীল থেকে উন্নত করার জন্য প্রত্যেকটি মানুষকে মানব সম্পদে পরিণত করতে হবে। বস্তির মানুষজন বেকারত্ব ও নানা ধরনের সমস্যায় জর্জরিত। বস্তির মানুষের জীবনমান উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা নিতে হবে যাতে তাদের জীবন মান উন্নত হয়। বস্তির মানুষজনই হতে পারে নগরায়নের প্রধান চালিকাশক্তি।

গ্রামীণ-শহর অভিগমন বাংলাদেশের প্রাত্যহিক চিত্র। প্রান্তিক গ্রামীণ জনগোষ্ঠীরা তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য নিকটবর্তী শহর, মহানগর ও মেগাসিটিতে (ঢাকা) অভিগমন করে (Mahbub, 1997; Ghosh and Mahbub, 2014)। রংপুর শহরের বস্তিতে বসবাসরত বস্তিবাসীরা সাধারণত রংপুরের পার্শ্ববর্তী এলাকা হতে অভিগমন করেছে। রংপুর শহর বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি বড় শহর। রংপুর শহরের পার্শ্ববর্তী জেলা ও উপজেলা (কুড়িগ্রাম সদর, কুড়িগ্রাম জেলার নাগেশ্বরী, উলিপুর ও চিলমারী, রৌমারী, চর রাজিবপুর উপজেলা; লালমনিরহাট জেলার আদিতমারী উপজেলা; নীলফামারী জেলার জলঢাকা, কিশোরগঞ্জ ও সৈয়দপুর উপজেলা; রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া, তারাগঞ্জ, কাউনিয়া, পীরগাছা ও পীরগঞ্জ উপজেলা; গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ,

ফুলছড়ি, সাঘাটা, গোবিন্দগঞ্জ ও গাইবান্ধা সদর উপজেলা) মঙ্গা (অভাব) কবলিত এলাকা হিসেবে বিবেচিত ছিল (Elahi and Ara, 2008)। বস্তিতে বসবাসরত অধিবাসীরা প্রধানত অপ্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ড (রিকশা চালানো, শ্রমিক, ক্ষুদ্র ব্যবসা, নৈশ প্রহরী প্রভৃতি) এর মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করে (Alamgir et al., 2009)।

১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দের ১লা মে ৫০.৫৬ বর্গ কিলোমিটার রংপুর পৌরসভার গোড়াপত্তন হয়। ২০১২ সালে রংপুর সিটি কর্পোরেশন ঘোষণা করা হয় (RpCC, 2025)। বর্তমানে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের জনসংখ্যা ৭০৮,৫৭০ জন (BBS, 2025), আয়তন ২০৫.৭০ বর্গ কিলোমিটার এবং বস্তির সংখ্যা ৫৭ টি (RpCC, 2025)। রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকা জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২.৩৫ শতাংশ (BBS, 2022b)। নগরের বস্তির অধিবাসীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ অনেক দু:খ কষ্টে জীবন নির্বাহ করে (Paul and Sultana, 2020)। বিভিন্ন সমীক্ষা অনুযায়ী বাংলাদেশের শহরের প্রায় এক চতুর্থাংশ জনগণ মৌলিক চাহিদা ও নগর সুবিধার নিম্ন সীমায় বসবাস করে (Asfar, 2000; BBS, 2015)।

এ গবেষণার প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বস্তি সমূহে অধিবাসীদের প্রাত্যহিক জীবন জীবিকা, সুযোগ সুবিধা ও সমস্যাগুলোকে আলোকপাত করা। এ গবেষণার উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নোক্ত:

(ক) বস্তিতে বসবাসরত মানুষদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা শনাক্ত করা;

(খ) বস্তিতে বসবাসরত মানুষদের জীবন-জীবিকা পরিচালনার নিমিত্তে গৃহীত ব্যবস্থাপনার ধরণ বিশ্লেষণ; এবং

(গ) বস্তিতে বসবাসরত মানুষদের উন্নয়নের গৃহীত কার্যক্রমের মূল্যায়ন।

উপাত্ত ও গবেষণা পদ্ধতি

এই গবেষণাটিতে প্রাথমিক তথ্য ও উপাত্তের আধিক্য রয়েছে। তাছাড়াও বিভিন্ন স্বীকৃত গবেষণা প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন, তথ্য ও উপাত্ত, গবেষণা প্রবন্ধ, বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিক্স (BBS), রংপুর সিটি কর্পোরেশন (RpCC) ও অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের তথ্য ও উপাত্ত ব্যবহৃত হয়েছে। গবেষণাটি একাধিক পদ্ধতি (Multiple Method) এর প্রক্রিয়া অবলম্বনে সম্পন্ন করা হয়েছে। সংখ্যাতাত্ত্বিক ও মাত্রিক বিশ্লেষণে প্রতি পরিবারকে একটি একক ধরে ২০২৩ সালে সর্বমোট ২০০ টি পরিবারের উপর আধা-কাঠামোগত (Semi-Structured) প্রশ্নমালা জরিপ চালানো হয়। ইয়ামিনি (Yamane, 1967) সূত্রানুসারে ২০০ টি নমুনা পরিবার নির্ধারণ করা হয়েছে। নমুনা পরিবারগুলোকে দৈবচয়ন গুচ্ছ নমুনা (Random Cluster Sampling) পদ্ধতির আলোকে নির্বাচন করা হয়। প্রত্যেক পরিবারের কর্তা ব্যক্তিদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। নমুনা জরিপের পাশাপাশি ফোকাস গ্রুপ মতামত (Focus Group Discussion) নেওয়া হয়, যারা একই শ্রেণিভূক্ত এবং সংশ্লিষ্ট বস্তির বাসিন্দা। উক্ত গবেষণার উদ্দেশ্য সমূহ পূরণের জন্য রংপুর সিটি কর্পোরেশনের (চিত্র-১) ৫৭ টি বস্তির মধ্যে উদ্দেশ্যমূলক নমুনা পদ্ধতি (Purposive Sampling) অনুযায়ী চাউল আমোদ বিহারী কলোনি, মূলাটোল পাকার মাথা, গোমস্তপাড়া, হাবিব নগর, হাজীপাড়া, পূর্ব গনেশপুর খলিফাটারী, গনেশপুর জোশি কলোনি বস্তি, সুইপার কলোনি, মাছুয়াপাড়া দাসপাড়া, তাতিপাড়া, হাজী বস্তি, এরশাদনগর বস্তি, লালবাগ শান্তিবাগ, তাজহাট রাজবাড়ী সংলগ্ন আমলা পট্টি, রেলওয়ে কেডিসি, হেলাল প্রেস বস্তিগুলো থেকে একক পরিবারের নমুনা জরিপ চালানো হয়। নমুনা পরিবার নির্ধারণের সূত্র ও হিসাব নিম্নোক্ত:

ওয়ার্ড সংখ্যা	৩৩ টি
মোট এরিয়া	২০৫.৭ বর্গ কি. মি.
মোট পরিবার সংখ্যা	৯৩৯৮ টি

[উৎস: RpCC, 2023]

এখানে,

N = মোট পরিবার

n = নমুনার আকার

e = ০.০৭ (ভুলের মাত্রা)

$$n = \frac{N}{১ + N(e)২}$$

$$n = \frac{৯৩৯৮}{১ + ৯৩৯৮(.$$

$$n = \frac{৯৩৯৮}{৪৭.০৫}$$

$$n = ১৯৯.৭৫$$

$$\approx ২০০$$

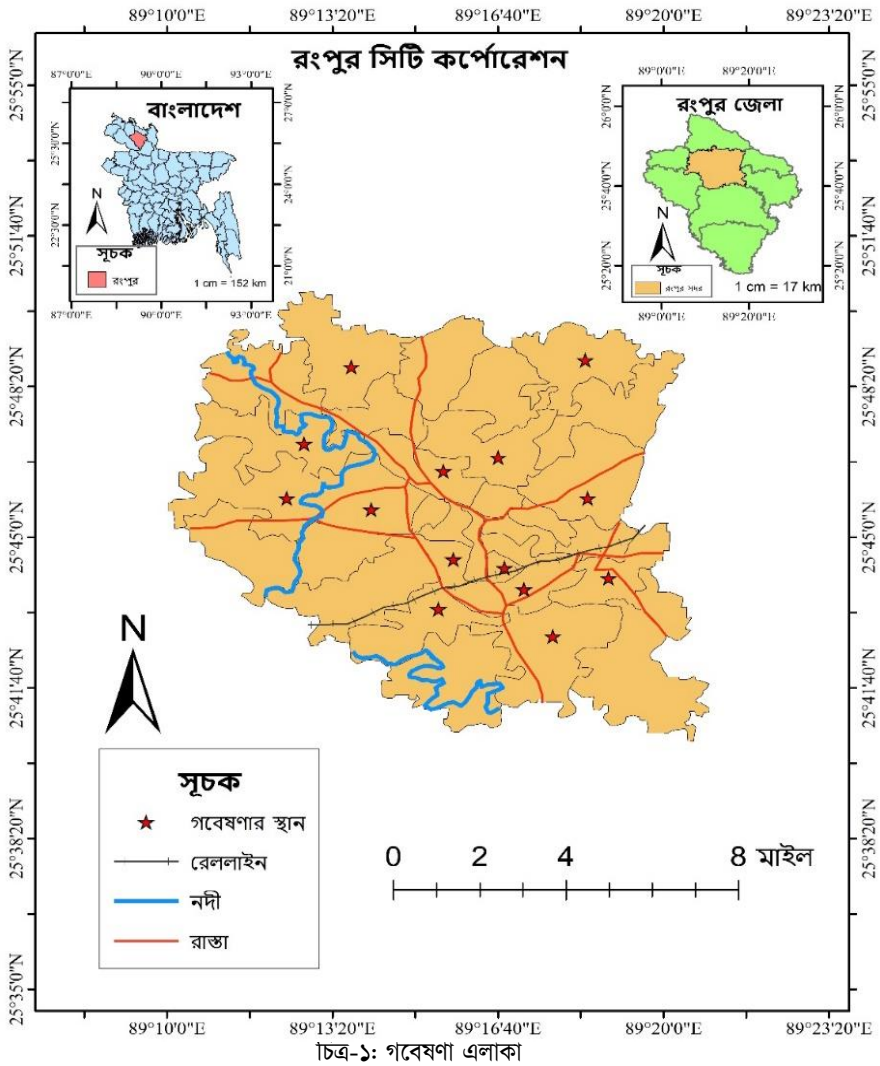

চিত্র-১: গবেষণা এলাকা

ফলাফল ও আলোচনা

বস্তির জনমিতিক কাঠামো

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বস্তিগুলোতে সমীক্ষা চালিয়ে বস্তিতে বসবাসকারী লোকজনের বয়স ও লিঙ্গ সম্পর্কে একটি সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। চিত্র-২ এ দেখা যায় যে, ৫৩.৭৫% পুরুষ ও ৪৬.২৫% মহিলা রংপুরের বস্তিতে বসবাস করে। এই জনমিতিক পিরামিডটি উন্নয়নশীল দেশের পরিচয় বহন করে। বাংলাদেশের বস্তিতে সাধারণত মহিলাদের চেয়ে পুরুষের সংখ্যা বেশি দেখা যায় । ঢাকা শহরের বস্তিগুলোতে নারীর তুলনায় পুরুষের সংখ্যা বেশি এবং এর কারণ হিসেবে অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, বিভিন্ন ধরনের কাজের জন্য এবং অর্থ উপার্জনের জন্য তারা ঢাকা শহরে গিয়ে বিভিন্ন বস্তিতে বসবাস শুরু করে (ADB, 2019)।

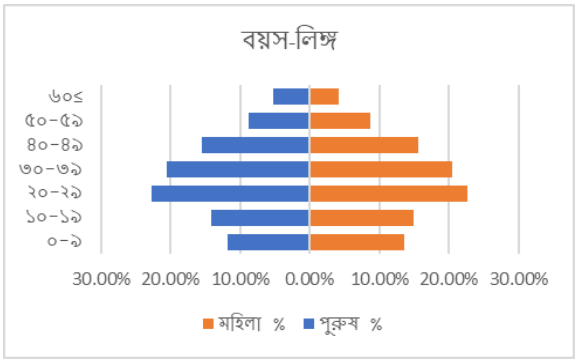

চিত্র ২: জনমিতিক পিরামিড

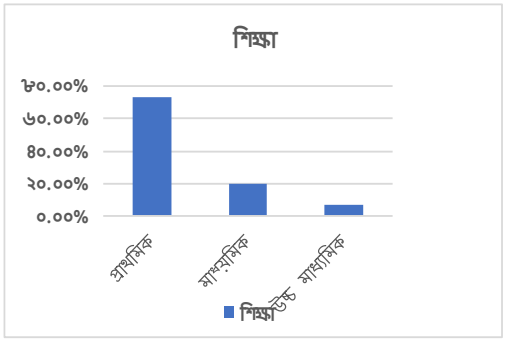

চিত্র ৩: শিক্ষার অবস্থা

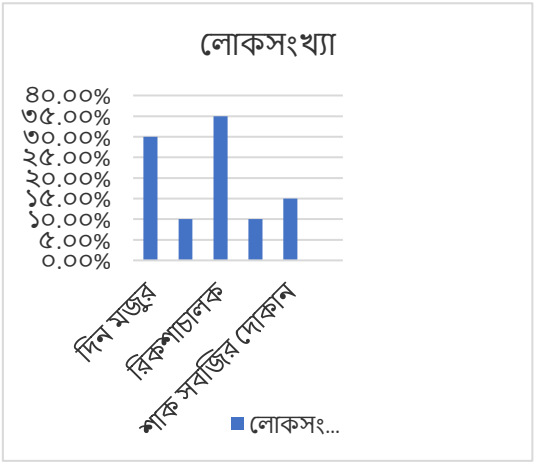

চিত্র ৪: পেশার ধরণ

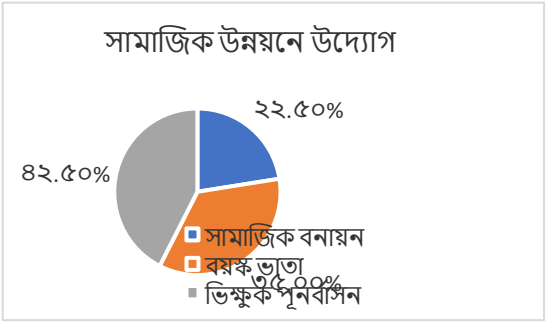

চিত্র ৫ : সামাজিক উন্নয়নের উদ্যোগ

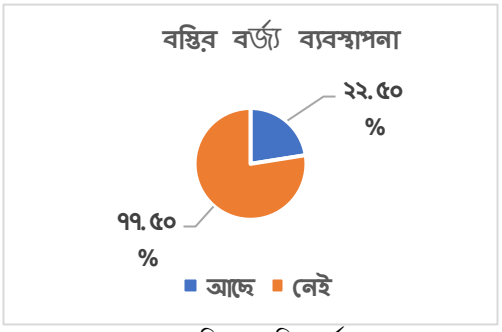

চিত্র ৬: বস্তির বর্জ্য ব্যবস্থা

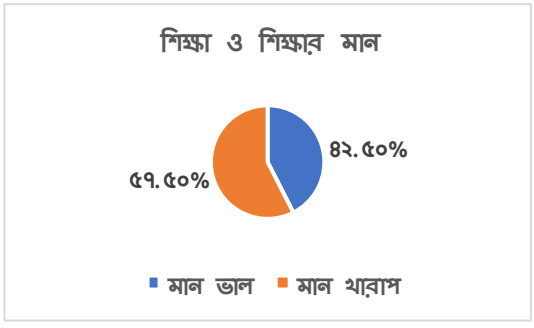

চিত্র ৭: শিক্ষা ও শিক্ষার মান

[উৎস: মাঠ জরিপ, ২০২৩]

রংপুর **শহরের** বস্তি এলাকাগুলোতে ধর্মের দিক থেকে মুসলিম (৮০%) ও হিন্দু (২০%) এই দুটি ধর্মের লোকজন বসবাস করে এবং এরমধ্যে মুসলিমের সংখ্যাই বেশি। জনশুমারি ২০২২ অনুযায়ী দেখা যায় যে, বর্তমানে বাংলাদেশে সবচেয়ে ইসলাম ধর্মের মানুষের সংখ্যায় বেশি। ইসলাম ধর্মের মানুষের সংখ্যা প্রায় ৯০ শতাংশ এবং অন্যান্য ধর্মের বাকি ১০ শতাংশ (জনশুমারি, ২০২২) ।

শিক্ষা

রংপুর **মহানগরের** বস্তি এলাকাগুলোতে যদি শিক্ষার হার লক্ষ্য করা যায়, সেক্ষেত্রে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক এই তিন শ্রেণির শিক্ষার্থী লক্ষ্য করা যায় । সবচেয়ে বেশি রয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ের (৭৩%) শিক্ষার্থী এবং সবচেয়ে কম রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের (৭%) শিক্ষার্থী (চিত্র-৩)। করোনা পরবর্তী সময়ে শুমারির তথ্য অনুযায়ী প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনেকটাই কমে এসেছে। বর্তমানে ছাত্রীর হার ৫০.৪৬ শতাংশ এবং ছাত্রের হার ৪৯.৫৪ শতাংশ, অথচ ২০২০ সালেও ছাত্রের হার ছিল ৫১% এবং ছাত্রীদের হার ছিল ৪৯% (BBS, 2022a)। সুতরাং, ছাত্রের হার তুলনামূলক কমেছে।

পেশা

রংপুরের বস্তির মানুষজনের পেশার ধরণ চিত্র-৪ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, দিনমজুর (৩০%), গৃহ পরিচারিকা (১০%), রিকশাচালক (৩৫%), মাছ ব্যবসায় (১০%), শাক-সবজির দোকান (১৫%) । সবচেয়ে বেশি রিকশা চালক (৩৫%) এবং সবচেয়ে কম দোকানদার (১৫%), এছাড়াও অন্যান্য পেশার লোকজনও রয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে এককভাবে বাংলাদেশেই রিকশা স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। আধুনিক অন্যান্য যানবাহন মাধ্যমের সঙ্গে রিকশা নিজেকে অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। যানবাহন হিসেবে রিকশার আধিপত্য বোঝাতে এরূপ তথ্য দেওয়া যায় যে, ঢাকা, সিলেট, কুমিল্লা এবং রংপুর শহরে মোট যানবাহনের মধ্যে রিকশার সংখ্যার শতকরা হার যথাক্রমে ৪৯%, ৭৮%, ৮০% এবং ৫৫% (Banglapedia, 2020)।

সামাজিক উন্নয়নে উদ্যোগ

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বস্তিগুলোতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এরমধ্যে অন্যতম হলো সামাজিক বনায়ন (২২.৫%), বয়স্ক ভাতা (৩৫%), ভিক্ষুক পূনর্বাসন (৪২.৫%) (চিত্র-৫) ।

বস্তির বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বস্তি গুলোতে জরিপ করে দেখা যায় যে, সেই এলাকাগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বেহাল দশা বিদ্যমান। অধিকাংশ মানুষই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে জানেনা এবং যেখানে সেখানে বর্জ্য ফেলে পরিবেশ দূষণ করে। বস্তিগুলোতে ২২.৫% মানুষ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করে এবং ৭৭.৫ % মানুষ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আগ্রহী নয় (চিত্র-৬) ।

শিক্ষা ও শিক্ষার মান

রংপুর সিটি কর্পোরেশনে বস্তিগুলোতে শিক্ষার মান অনেকটাই নিম্নমুখী। শিক্ষার্থীরা পড়াশোনা করতে আগ্রহী নয়। এছাড়াও, যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সেগুলোতেও সঠিক পরিমাণে ভালো মানের শিক্ষা প্রদান করতে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকার বস্তিগুলোতে ৪২.৫% এর মতে শিক্ষার মান ভালো ও ৫৭.৫% মানুষের মতে শিক্ষার মান খারাপ (চিত্র-৭) ।

বস্তিতে বসবাসের সময়কাল

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বস্তিগুলোতে অধিকাংশ মানুষই দেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্ব থেকে রংপুরে বসবাস করছে এবং অল্প কিছু মানুষ রংপুর জেলার বাইরে থেকে এসেছে। বস্তিবাসীর ৬১.৫% রংপুরে স্থায়ীভাবে বাস করে এবং ৩৩.৫% রংপুর জেলার বাইরে থেকে এসে রংপুর শহরের বস্তিতে বসবাস করছে। বস্তিতে বসবাসরত যে সকল মানুষ রংপুর জেলার বাইরে থেকে এসেছে তাদের মধ্যে কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল, গাইবান্ধা জেলার মানুষ পাওয়া যায়। নানা রকম প্রাকৃতিক দূর্যোগের (বন্যা, নদী ভাঙন প্রভৃতি) কারণে গ্রামের মানুষ শহরমুখী হয়। তিস্তা, ব্রহ্মপুত্র ও যমুনা নদীর ভাঙনের ফলে কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও গাইবান্ধা জেলা থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রংপুর শহরের বস্তিগুলোতে ধাবিত হয় (বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড, ২০১৯)।

সারণি-১ এর তথ্য বিশ্লেষণে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বস্তিগুলোতে বসবাসকারী লোকজনদের সেখানে বসবাস করার সময় সম্পর্কে একটি সম্মুখ ধারণা পাওয়া যায় । বস্তির অধিকাংশ মানুষই তাদের বংশানুক্রমে সেখানে বসবাস করে আসছে এবং অনেকে মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকে সেখানে বসবাস করছে। বস্তিগুলোতে দেখা যায়, এক থেকে পাঁচ বছর এর মধ্যে মানুষ এসেছে (১০%), ৬ থেকে ১০ বছরের মধ্যে মানুষ এসেছে (১৭.৫%) এবং ১১ বছরের উর্ধ্বে এসেছে (৭২.৫%) (সারণি-

১)। সুতরাং, রংপুরের অধিকসংখ্যক বস্তিবাসীরা সাধারণত দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছে ।

সারণি-১: বস্তিবাসীর বসবাসের সময়কাল

বছর	শতকরা
১-৫	১০%
৬-১০	১৭.৫%
১১-উর্ধ্বে	৭২.৫%

[উৎস: মাঠ জরিপ, ২০২৩]

বস্তিতে বসবাসের কারণ

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বস্তিগুলোতে লোকজন আসে প্রধানত নদী ভাঙন (৩৩%), বন্যা (৫০%) ও অর্থের অভাব (১৭%) এর জন্য (সারণি-২)। ভূ-প্রকৃতিগত কারণে বাংলাদেশ একটি দূর্যোগপ্রবণ দেশ। এদেশের মধ্য দিয়ে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা (GBM) নদীর অসংখ্য শাখা ও উপনদী প্রবাহিত হয়েছে (Rasheed, 2007)। প্রতিবছর বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙনের মাত্রা বৃদ্ধি পায় (Ghosh, 2022)।

সারণি-২: বস্তিতে বসবাসের কারণসমূহ

কারণ	শতকরা
নদী ভাঙন	৩৩%
বনয়া	৫০%
অর্থের অভাব	১৭%

[উৎস: মাঠ জরিপ, ২০২৩]

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের পদক্ষেপ

রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বস্তির উন্নয়নে সিটি কর্পোরেশন থেকে বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপসমূহ লক্ষ্য করা যায়। এরমধ্যে অন্যতম হচ্ছে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা (৪১%), আর্থিক অনুদান (৩৯%) ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য (২০%) (সারণি-৩)।

সারণি-৩: রংপুর সিটি কর্পোরেশনের পদক্ষেপসমূহ

পদক্ষেপসমূহ	শতকরা
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা	৪১%
আর্থিক অনুদান	৩৯%
কাজের বিনিময়ে খাদ্য	২০%

[উৎস: মাঠ জরিপ, ২০২৩]

ঋণের সুবিধা

রংপুর শহরের বস্তি এলাকাগুলোতে অধিকাংশ মানুষ ঋণের মাধ্যমে তাদের বিভিন্ন চাহিদা পূরণ করে থাকে। তারা বিভিন্ন ধরনের এনজিওগুলো থেকে তাদের ঋণ সংগ্রহ করেন। তার মধ্যে অন্যতম হলো টিএমএসএস (৫%) ও গ্রামীণ ব্যাংক (৭.২৫%) । এই প্রতিষ্ঠান দুটি এলাকায় ৫০০০ থেকে ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋন দিয়ে থাকে (সারণি-৪) ।

সারণি-৪: বস্তিবাসীর ঋণের সুবিধা

এনজিওর নাম	লোনের পরিমাণ(টাকা)	মোট জনসংখ্যার
টিএমএসএস	৫০০০-৫০০০০	৫%
গ্রামীণ ব্যাংক	১০০০০-১০০০০০	৭.২৫%

[উৎস: মাঠ জরিপ, ২০২৩]

বস্তিবাসির টেকসই উন্নয়নে সুপারিশসমূহ

অতএব, রংপুর সিটি কর্পোরেশনের টেকসই উন্নয়নের জন্য এবং অদূর ভবিষ্যতে বস্তিগুলো রংপুর সিটি কর্পোরেশনের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে ওঠার আগেই বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়ন করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে গবেষণায় প্রাপ্ত নিম্নলিখিত সুপারিশসমূহ:

১. প্রতিনিয়ত গ্রামীণ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী রংপুর শহরের বস্তিগুলোতে এসে বসবাস শুরু করে। এর ফলে সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অপরিকল্পিতভাবে বস্তিগুলো গড়ে উঠেছে। এর ফলে মানুষের জীবনযাত্রার মান ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ব্যাহত হচ্ছে। এক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন কতৃপক্ষকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে যেখানে-সেখানে নতুন কোন বস্তি গড়ে উঠতে না পারে।

২. বস্তিগুলোতে পর্যাপ্ত নাগরিক সুবিধা অনুপস্থিত। সুতরাং, সকল বস্তিবাসীদের নাগরিক সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।

৩. বস্তিবাসীর স্বাস্থ্য ও জীবন মান উন্নয়নে এবং বস্তির পরিবেশগত সমস্যা সমাধানের নিমিত্তে পয়ো-নিষ্কাশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুনিশ্চিত করা অতি জরুরি।

৪. বস্তি এলাকাগুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার মান নিয়ে অনেকের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়। সেক্ষেত্রে, বস্তির শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঠিকভাবে শিক্ষার মান নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরি। বস্তি এলাকাগুলোতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতা রয়েছে। শিক্ষার আনুষাঙ্গিক যে উপাদান সমূহের প্রয়োজন সেগুলোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এছাড়াও, শিক্ষার্থীদের স্কুলে ফেরত

আসার জন্য তাদের পরিবারে গিয়ে কাউন্সিলিং এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

৫. বস্তিবাসী নানা কারণে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয় এবং পড়াশোনা থেকে দূরে থাকার কারণে তারা বিভিন্ন ধরনের অপরাধে যুক্ত হয়ে যায়। অপরাধ যাতে সংঘটিত না হয়, সে ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। এছাড়া, বস্তির মানুষজনকে বিভিন্ন ধরনের সৃজনশীল কাজের প্রশিক্ষণের পাশাপাশি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা জরুরি।

৬. সর্বশেষে, বস্তির মানুষের দারিদ্রতা দূরীকরণ ও জীবনমান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা একান্ত প্রয়োজন।

উপসংহার

রংপুর জেলার আশেপাশের মানুষ নদী ভাঙ্গন ও অন্যান্য সমস্যার সাথে সম্মুখীন হয়ে বিভিন্ন সময়ে রংপুর সিটি কর্পোরেশন এলাকায় চলে আসে। এর ফলশ্রুতিতে, রংপুর সিটি কর্পোরেশনে বস্তিগুলোর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিঃস্ব অসহায় মানুষজন শহরে এসে বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয় এর মধ্যে অন্যতম অর্থনৈতিক, সামাজিকভাবে কোন পরিচয় না থাকা। সেই সঙ্গে অপরিচ্ছন্ন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, দুর্বল অবকাঠামো ও দূষণ বস্তিবাসীর স্বাস্থ্যহানি করে । এ সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের অসহায়ত্ব ও দুর্ভোগ লাঘবে স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে কার্যকর নীতি গ্রহণ অপরিহার্য। বস্তি এলাকাগুলোতে মানুষজন যে ধরনের সমস্যাগুলো সম্মুখীন হতো সেই সমস্যা গুলোর চিহ্নিত এবং সেগুলো সমাধান আবশ্যক। বস্তিবাসীর অর্থনৈতির, সামাজিক ও বসবাসগত সমস্যা সমাধানসহ অন্যান্য মৌলিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা বাঞ্চনীয়।

তথ্যসূত্র

Alamgir, M.S., Jabbar, M.A. and Islam, M.S. (2009). Assessing the Livelihood of Slum Dwellers in Dhaka City. *Journal of Bangladesh Agricultural University, 7 (2)*, 373-380.

Asfar, R. (2000). Rural Urban Migration in Bangladesh: Causes Consequences and Challenges. University Press Limited, Dhaka.

ADB (2019). *Slum People Statistics, Asian Development Bank.* /https://www.adb.org.bangladesh/slums in Bangladesh.

BBS (2022a). *Census for Slum Areas and Floating People*. https:// www.bbs.gov.bd/census/population/education rate

BBS (2022b). রংপুর সিটি কর্পোরেশন/জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার. https://www.bbs.gov.bd/field survey/data.

BBS (2025). *Population and Housing Census 2022, Community Report: Rangpur*. Bangladesh Bureau of Statistics, Statistics and Informatics Division, Ministry of Planning, Dhaka.

Banglapedia (2020). *Transportation in Bangladesh. Ratio of Transportation*. /https://www.banglapedia.org.

BBS (2015). *Census of Slum Areas and Floating Population 2014*. Bangladesh Bureau of Statistics Division, Ministry of Planning, Dhaka.

Elahi, K.M, and Ara, I. (2008). Understanding the Monga in Northern Bangladesh. Academic Press and Publishers Library, Dhaka.

Ghosh, B.K., and Mahbub, A.Q.M. (2014). Riverbank Erosion Induced Migration: A Case Study of Charbhadrasan Uoazila, Faridpur, *Oriental Geographer, Vol. 58(1)*, 59-71.

Ghosh, B. K. (2022). An empirical study of riverbank erosion in Charbhadrasan Upazila of Faridpur District, Bangladesh. *Urban Planning and Transport Research, 10(1)*, 502-13. https//doi.org/10.1080/21650020.2022.2123034.

Islam, N. (2023). Urbanization in Bangladesh: Recent Trends and Challenges, 23 October, 2018, The Daily Sun. https://www.daily-sun.com/post/ 345303/2018/10/24/Urbanisation-in-Bangladesh:-Recent-Trends-and-Challenges

Mahbub, A. Q. M. (1997). Mobility Behavior of Working People in Bangladesh: Rural-Rural and Rural-Urban Circulation, Urban Studies Forum, Dhaka.

Paul, A., & Sultana, N.N. (2020). Extreme Climatic Events in Bangladesh Cost Narratives of Vulnerabilities, Power-politics, and Marginalization. In Shamsuddin, in D.S., Alam, S.M., Roni, R. (Eds.), *Climate Change Issues and Perspectives of South Asia*. Shahitya Prakash, Dhaka.

Rasheed, K. B. S. (2008). Bangladesh: Resource and Environmental Profile, A H Development Publishing House, Dhaka.

RpCC (2025). *Rangpur City Corporation*. http://rpcc.portal.gov.bd/site/page/0046cdb2-b2a0-499e-b4cf-1c1c0e89a49d

RpCC (2023). Total Number of Slums of Rangpur City Corporation. Rangpur City Corporation, Rangpur.

The World Bank (2022). *Population Living in Slums (% of Urban Population) Bangladesh*. https// delta. worldbank.org /indicator/ EN.POP.Slum.UR. ZS?Locations=BD

WDA (2022). *Bangladesh Urban Population, 1960-2022*. World Data Atlas. https://www. knoema.com/atlas/Bangladesh/Urban-Population.

Yamane, T. (1967). Statistics: An Introductory Analysis, 2nd Edition, Harper and Row, New York.

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (২০১৯). বন্যা ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা। https://bwdb.portal.gov.bd.

জনশুমারি (২০২২). বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো। population census/rate of population. https://www.bbs.gov.bd.

সুলতানা, না. না. (২০২২). চট্টগ্রাম শহরের বস্তি অভিবাসীদের জীবন ও জীবিকার প্রাত্যহিক চিত্র। ইসলাম, ন. ও পাল, অ (সম্পাদিত), *চট্টগ্রাম মহানগর: ভৌগোলিক সমীক্ষা*, নগর গবেষণা কেন্দ্র একাডেমি, ঢাকা।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ভূগোল ও পরিবেশ সমীক্ষণ ৪৩:২০২৪ (পৃ. ১-৯)
Jahangirnagar Bishwavidyalay Bhugol O Paribesh Samikkhan 43:2024 (pp 1-9) *ISSN 1027-8567*
DOI: https://doi.org/10.59185/juvps.v43i02.227

Slum Dwellers' Life and Livelihood Strategy: A Study on Rangpur City Corporation Area

Khandoker Najmus Sakib[1], Biddut Kumar Ghosh[2]

[1]Postgraduate Student, Dept. of Geography and Environmental Science, Begum Rokeya University, Rangpur
[2]Assistant Professor, Dept. of Geography and Environmental Science, Begum Rokeya University, Rangpur

Abstract : Rangpur City Corporation (RpCC) was established in 2012. Rangpur City Corporation has 33 wards and 57 slums, with 9398 slum households. Low-income people in the urban areas generally live in slum areas. The study emphasizes the socio-economic conditions of slum households, their living and livelihood management patterns, and their strategies in RpCC. In addition, the study is based on multiple method, and the primary data are predominated. The findings of the study reveal that most of the people in slums are illiterate. Some of them did not get institutional educational facilities forever. The people in slums mostly face challenges in meeting the fundamental demands of the household members. Most of the earning persons in the slums are day laborers, rickshaw pullers, hucksters, etc. Their income is insufficient to lead their life properly. Moreover, the public utility and facilities are very poor in slums, and sometimes, the slum dwellers are deprived of deserved facilities with sub-standard livelihoods. After all, the government and NGOs need immediate action to improve the livelihood standard of slum households, ensure a standard supply of fundamental demands, confirm the secured income sources, and engage the workforce with local and national development.

Keywords: Slum, Household, Low-Income, Socio-Economic, Rangpur City Corporation